দৈনিক [illegible]

4 JAN 2017

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানদণ্ড বিচারে আসছে সফটঅয়্যার

এম এইচ রবিন ●

মানসম্পন্ন পাঠদান আর বাড়তি কারিকুলাম ও নিয়মানুবর্তিতাসহ বিভিন্ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে 'অসাধারণ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করবে একটি স্বয়ংক্রিয় সফটঅয়্যার। এর মাধ্যমে অন্যান্য মানদণ্ডে নির্বাচিত হবে 'অতিউত্তম' 'উত্তম' 'চলতিমান' ও নিম্নমানসম্পন্ন ৫ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এভাবে দেশের ৩৬ হাজার সরকারি, এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কলেজকে ভাগ করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ) এ লক্ষ্যে কাজ করছে। এর নামকরণ করা হয়েছে– 'পিয়ার ইন্সপেকশন সফটঅয়্যার'। এই সফটঅয়্যারের মাধ্যমেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্যাটাগরি করা হবে।

গতকাল এ-সংক্রান্ত একটি তথ্যচিত্র শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে উপস্থাপন করা হয়। এতে দেখা যায়, ১৪টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে ভালো-মন্দ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করা হবে। পাশাপাশি সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্যও পাওয়া যাবে এক ক্লিকেই। এতে অফিসে বসেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের হাজিরাসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আপডেট তথ্য জানতে পারবে শিক্ষা প্রশাসন।

জানা গেছে, দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৩৬ হাজার। কিন্তু ডিআইএর পক্ষে প্রতিবছর তিন হাজারের বেশি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। ফলে এক প্রতিষ্ঠান ১০ বছরের মধ্যে একবারের বেশি পরিদর্শনের সুযোগ থাকে না। এতে প্রতিষ্ঠানগুলো নানা অনিয়মে জড়িয়ে পড়ে। এমনকি এসব প্রতিষ্ঠানের কোনো আপডেট তথ্যও পাওয়া যায় না।

এ বিষয়ে ডিআইএর যুগ্ম পরিচালক বিপুল চন্দ্র সরকার জানান, সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত পরিদর্শনের আওতায় আনতে পেয়ার ইন্সপেকশনের (এক প্রতিষ্ঠান আরেক প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে নিরীক্ষণ) সূচনা করে ডিআইএ। এ লক্ষ্যে গত বছরের জুন ও অক্টোবর মাসে দুটি কর্মশালা এবং এর পর একটি সেন্ট্রাল ওয়েবসাইট করা হয়। একই সঙ্গে রাজধানীর পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাইলট প্রকল্প শুরু হয়।

জানা গেছে, ডিআইএর সেন্ট্রাল সফটঅয়্যারে ৩৬ হাজার প্রতিষ্ঠানের প্রতিটির জন্যই এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) পেজ বরাদ্দ রয়েছে। সেখানে প্রতিদিন প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্য আপডেট করতে হবে। প্রতিষ্ঠান প্রধান ও পরিচালনা কমিটির তথ্য, শিক্ষকদের চাকরিকালীন তথ্য ও ছবিসহ জীবনবৃত্তান্ত, ক্লাস ও শিফট অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের ছবিসহ যাবতীয় তথ্য, প্রতিদিনের হাজিরা ইত্যাদি আপলোড করতে হবে। এ ছাড়া ভালো-মন্দ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য ১৪টি মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে।

মানদণ্ডগুলো হলো প্রতিষ্ঠানপ্রধানের কার্যক্রম মূল্যায়ন, শিক্ষকদের পেশাদারিত্ব মূল্যায়ন, শিক্ষার্থী কৃতিত্ব মূল্যায়ন, শিক্ষকের গোপনীয় অনুবেদন, ক্লাস রুটিন পর্যালোচনা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সমাবেশ, শ্রেণিকক্ষ, পরিবেশ, স্যানিটেশন ও সাঁতার, শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা, মিলনায়তন-সংক্রান্ত তথ্য, পাঠাগার, বিজ্ঞানাগার, কম্পিউটার ল্যাব, শিক্ষার্থীর ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা যাচাই এবং আয়-ব্যয় বিবরণী।

ডিআইএ সূত্র জানায়, মূলত এই সফটঅয়্যারের মাধ্যমে উপজেলা, জেলা ও বিভাগওয়ারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। এতে সব প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে মনিটর করা যাবে ও কাজের সর্বশেষ অবস্থা দেখে প্রতিষ্ঠানকে মেসেজ দেওয়া যাবে। কোনো প্রতিষ্ঠানকে ভয়েস মেসেজ বা নির্দেশনাও দেওয়া যাবে। একই সঙ্গে এলাকাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের তথ্য-উপাত্ত শ্রেণিবিন্যাস করে সার্বিক চিত্র প্রতিবেদন আকারে পাওয়া যাবে।

বিপুল চন্দ্র সরকার বলেন, 'শিক্ষাব্যবস্থা ডিজিটালাইজেশনের জন্যই মূলত এই উদ্যোগ। আমরা ডেমো প্রদর্শন করছি। এর পর এই কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন চাইব। অনুমোদন মিললে দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে পুরোপুরিভাবে কাজ শুরু করতে পারব।'